দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 25 2000
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

30

ক্যাম্পাসে যে কোন সময় থার্টিফার্স্ট নাইটের মতো অঘটন ঘটতে পারে

মামুন-অর-রশিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ধ্যার পরে তরুণ-তরুণীদের খোলামেলা আড্ডা আর ক্যাম্পাস ক্যাডারদের পারিতোষিক আদায়ের চেষ্টার কারণে যে কোন সময় থার্টিফার্স্ট নাইটের মতো অবাঞ্ছিত ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়

(১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ক্যাম্পাসে যে কোন (১২-এর পাতার পর)

কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল হওয়ার পর সচেতন হয়েছে। দিনতিনেক আগে উপ-উপাচার্য নিজেই সন্ধ্যার পরে কলাভবন এলাকাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ভুতুড়ে এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি এলাকায় সন্ধ্যার পর 'বেসামাল আড্ডা' বসে। আড্ডা দেয়া যুবক-যুবতীদের বেশিরভাগ ক্যাম্পাসের বাইরের। ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এসব জুটিসহ নব-দম্পতিরাও ক্যাম্পাস এলাকায় আসে জীবনের যান্ত্রিকতা দূর করতে। কিন্তু এদের ওপর নিয়মিত চলছে মানসিক ও আর্থিক নিপীড়ন। তবুও এরা কথা বলতে পারে না। বুকে শুধু বোবাকান্নার আহাজারি নিয়ে ঘরে ফেরে।

কলাভবনের সামনের বটতলা, কলাভবনের পাশের কার পার্কিং প্যালেস, গুরু দুয়ারা নানকশাহী সংলগ্ন আমতলা, লাইব্রেরী সংলগ্ন হাকিম চত্বরের পাশের গাছতলা, চারুকলা, কার্জন হলের সামনের মাঠটুকু, শহীদুল্লাহ হলের পুকুরপাড়, এসএম হল সংলগ্ন ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনের ফুটপাথ,

সায়েন্স এনেক্স ভবন এলাকা ও মল চত্বর এলাকায় ঘটে বেশিরভাগ জুটির আগমন। এলাকাভিত্তিক ক্যাডারদের অবস্থানও পৃথক। ক্যাম্পাসে তিনটি ক্যাডার গ্রুপ এই ১০টি স্পটে রামরাজত্ব চালাচ্ছে। একটি কলাভবন কেন্দ্রিক, আরেকটি কার্জন হল ও সায়েন্স এনেক্স কেন্দ্রিক, অপর গ্রুপটি এসএম হল, এলাকা কেন্দ্রিক, আরেকটি আছে মোবাইল গ্রুপ। এরা সর্বত্রই বিচরণ করছে।

এই ক্যাডারদের মূল শিকার হয় যে সব জুটিতে তরুণীরা একটু খোলামেলা কিংবা সুড়সুড়িদায়ক পোষাক পরে আছে তারাই। ক্যাডাররা জুটিদের 'বেসামাল' অবস্থায় দেখলে লাভবান হওয়ার সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে। তারা জুটিদের টাকাপয়সা, হাতঘড়ি, আংটি ও স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কখনও কখনও মান-ইজ্জত নিয়েও টানাটানি করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বছরের প্রথম দিকে কার পার্কিং প্যালেসের এক জুটি ক্যাডারদের হাতে সর্বস্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। একই বছরের শেষের দিকে ফুলার রোডে এক তরুণী এসএম হলের ক্যাডারদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিষয়টি এখনও উপাচার্যের বিচারাধীন রয়েছে।

এ বছর থার্টিফার্স্ট নাইটের ঘটনার পরেও সন্ধ্যার দিকে ক্যাম্পাসে দু'পক্ষই যথারীতি বিচরণ করছে। কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এসব এলাকায় আলোর ব্যবস্থা করলে ক্যাডাররা ঢিল ছুড়ে বাল্ব ভেঙ্গে ফেলছে। যে কোন সময় অবস্থার অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।